চিকিৎসক না পেয়ে রোগীদের ভোগান্তি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০৬ নম্বর কক্ষ গতকাল শনিবার সকালে ফাঁকা পাওয়া গেছে। এতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অনেক রোগী চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১০৬ নম্বর কক্ষে কোনো চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট কর্মী উপস্থিত নেই। ওই কক্ষে চিকিৎসক ডা. নুসরাত এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে এসে রোগীদের সেবা দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসক ডা. নুসরাতের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, “ডা. নুসরাত ও নূর হোসেন আল-আমিন দুজনের কেউই ছুটিতে নেই। ডা. নুসরাত ফোন রিসিভ করেননি বলে আমি জানতে পেরেছি।”

এ ঘটনায় রোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীরা দ্রুত চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের

অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল

ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।